চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

৫ম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বইয়ের তথ্য প্রসঙ্গে

গত ২০শে মে রবিবারের 'সংবাদ' পত্রিকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ৩য় বর্ষ (সম্মান) এর ছাত্রী তরুলতা সেনের '৫ম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞানের গোলক ধাঁধা' শীর্ষক লেখাটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আমরা জানি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন (যে ভাষণ আজও প্রতিটি বাঙালীকে উদ্বেলিত করে) তার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি অনুধাবন করলে (যেমন 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।" "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম) কে ডাক দেন এ প্রশ্ন আর থাকে না। ঐ দিনই (২৫শে মার্চ) বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির বাড়ী থেকে রাত সাড়ে এগারোটার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে প্রচার করবার জন্য চট্টগ্রামের তৎকালীন নেতার এবং স্বাধীনতোর বাংলাদেশের শ্রমমন্ত্রী মরহুম জনাব জহুর আহম্মদ চৌধুরী সাহেবের নিকট ওয়ারলেসযোগে প্রেরণ করা হয়। (চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রটি তখন আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে ছিল বলেই ঐ বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।) চট্টগ্রাম সেনানিবাসের তৎকালীন মেজর জিয়াকে দিয়ে ঐ ঘোষণাটি বেতারে পাঠ করান হয়। সুতরাং মেজর জিয়া স্বাধীনতার ডাক দেননি। ওয়ারলেসযোগে পাঠানো বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাকে তিনি বেতারে প্রচার করেছেন মাত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ এবং সেই ঘোষণার বেতারে প্রচার করেন মেজর জিয়া ২৭শে মার্চ। তাইতো আমরা ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি। মেজর জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে নিশ্চয়ই আমাদের স্বাধীনতা দিবস ২৭শে মার্চের পূর্বে হতে পারত না।

অধ্যাপক সিরাজুল হক সাহেব একজন প্রবীণ শিক্ষক। সুতরাং তিনি তাঁর "আধুনিক পৌরবিজ্ঞানে" এই সত্য তথ্যটি তুলে ধরেছেন। কিন্তু ৫ম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট-বুক বোর্ড কর্তৃক ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। সুতরাং জিয়াউর রহমান সাহেবের শাসনামলে টেক্সট বুক বোর্ডের এতটুকু মোসাহেবী করা স্বাভাবিক ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সত্য ঘটনাকে জনসমক্ষে তুলে ধরবার মতো সৎ সাহস আমাদের অনেকের নেই। কিন্তু মোসাহেবী করে, তেল মর্দন করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করায় আমরা সিদ্ধহস্ত।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার (বর্তমানে মেহেরপুর জেলার) মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ঐদিনকার ঘোষণায় বলা হয়েছিল "শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানের কারাগারে। সুতরাং অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এবং পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পরই বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতিকে ছোটভাইয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে তরুলতা সেনের বক্তব্য সঠিক। তাই তাঁর এই প্রশ্নোত্তরে তাঁর ছোট ভাইয়ের চ্যালেঞ্জ ধোপে টেকে না।

'স্বাধীনতার ঘোষণা কে দেন' তরুলতা সেনের এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর ছোট ভাই যে নামটি উচ্চারণ করেছে তরুলতা সেন সেখানে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর ছোট ভাইকে একেবারেই দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, তাঁর ছোট ভাই নিতান্তই ছোট। সবেমাত্র পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স খুব বেশী হলেও ১০/১২ বছরের বেশী নয়। স্বাধীন বাংলাদেশেই তার জন্ম। স্বাধীনতা সংগ্রাম নিজের চোখে দেখবার সুযোগ তার হয়নি। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকে যা পড়েছে সে তাই শিখেছে এবং বলেছে। কিন্তু যারা ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত নিজের চোখে দেখেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই নির্লজ্জভাবে সত্যকে চাপা দেবার জন্যে চোখ বুজে ঘুমের ভান করেন, এখানেই আমাদের দুঃখ এবং লজ্জা। সম্পূর্ণ অসত্য ঘটনাকে যারা চক্রান্ত করে আজকের শিশুর মগজে সত্য বলে ঢোকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছেন তারা হীনমন্য। তাদের ক্ষমা করা যায় না।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশে তার স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিকৃত করবার এরূপ জঘন্য এবং হীন চক্রান্ত আর কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই; কিন্তু আমরা তো এক আজব জাতি। জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে আমরা তাঁর পিতৃত্বের প্রশ্ন তুলি আবার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ শত্রুকে মসনদে বসিয়ে গলায় মালা দিয়ে আনন্দে গদগদ হই।

সুতরাং তরুলতা সেনের প্রশ্ন "এর শেষ কবে" এর উত্তরে বলব—এর সঠিক জবাব একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য,
আর, এন রোড, যশোর।